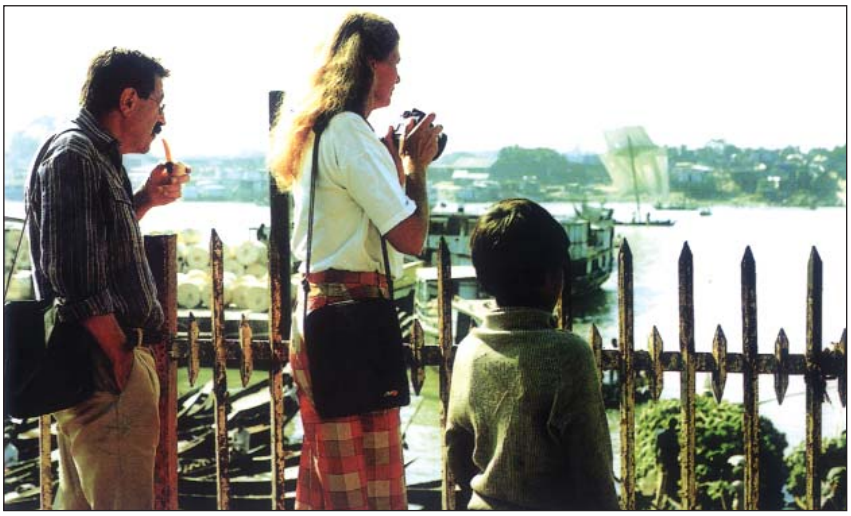

নাসির আলী মামুনের ক্যামেরায় নোবেল বিজয়ী গুন্টার গ্রাস

১১ অক্টোবর রাজধানীর গ্যেটে ইনস্টিটিউটে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুনের একক প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কবি শামসুর রাহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন এবং গ্যেটে ইনস্টিটিউটের নবনিযুক্ত পরিচালক টরস্টেন অরটেল।

প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে নোবেল বিজয়ী জার্মান সাহিত্যিক গুন্টার গ্রাসের ছবি। প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া ছবিগুলো নাসির আলী মামুন গ্রাসের ঢাকা এবং কলকাতা ভ্রমণের সময় তুলেছিলেন। সে সময় ঢাকা কলকাতায় গ্রাসের সঙ্গে আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন স্থানে। তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে অন্য এক গুন্টারকে ক্যামেরাবন্দি করেন তিনি। এমন সব অসংখ্য ছবির মধ্য থেকে ২৪টি ছবি নিয়ে শুরু হয়েছে এই প্রদর্শনী।

গুন্টার গ্রাসের সঙ্গে নাসির আলী মামুন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে কবি

গুন্টার গ্রাস

শামসুর রাহমান বলেন, 'ঢাকায় যখন গ্রাস এসেছিলেন তখন তার আশপাশে কোনো সাংবাদিককে ঘেঁষতে দেননি। তবে পুলকিত হওয়ার মতো বিষয় ছিল তাকে নিয়ে মামুনের কাজ করাকে বাধা না দেয়া। নাসির আলী মামুন সে সময়কে ক্যামেরায় তাকে বন্দি করে ইতিহাস করে রেখেছেন।'

নাসির আলী মামুন তার বক্তব্যে বলেন, 'আমি সে সময় কবি বেলাল চৌধুরী ও আহমদ ছফার সহযোগিতায় গুন্টার গ্রাসের ছবি তোলার সুযোগ পেয়েছিলাম, আমি ছবি তোলার সুযোগ পেয়ে যতো না আনন্দিত হয়েছিলাম তার চেয়ে অবাক হয়েছিলাম শিল্পী এসএম সুলতান এবং গ্রাসের সাক্ষাতে। সে সময় তারা একে অপরের মুখছবিও এঁকেছিলেন। অবাক হয়েছিলাম যে গ্রাস ছবি আঁকতে পারেন। যা জানা ছিলো না।' প্রদর্শনীটি চলবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত।

আপিল

সেফওয়ে

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা : *mvK‡j kb g¨v‡bRvi, mvßvwnK 2000 96-97 wbD B¯vUb †ivW, XvKv-1000, evsjv‡`k|*

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।

৬৪ জেলার প্রামাণ্য দলিল ‘আমার বাংলাদেশ’

ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জনজীবন, সম্পদ, সমস্যা আর সম্ভাবনার কথামালা নিয়ে তৈরি হচ্ছে জেলাভিত্তিক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান ‘আমার বাংলাদেশ’। থাকছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা বা সেই জেলার কৃতী সন্তানদের অবদানের কথাও। অনুষ্ঠানটির পরিচালক সাংবাদিক বদরুল আলম নাবিল জানিয়েছেন, ‘দেশের ৬৪টি জেলাকে নিয়ে পৃথক ৬৪টি পর্ব তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়ে তার ১৪ সদস্যের টিম মাঠে নেমেছে’। শুধু সংস্কৃতি বা ইতিহাস নয়, গতানুগতিক এলাকাভিত্তিক টিভি প্রোগ্রামগুলোর বাইরে প্রতিটি জেলারই সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে একটি অনুষ্ঠান দেখে দর্শক সংশ্লিষ্ট জেলা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে নেতিবাচক দিকগুলোর তুলনায় জেলাগুলোর গর্বের বিষয়গুলোই অনেক বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে।

ছোট্ট এই দেশটিতেও বৈচিত্র্য কম নেই; সেসবই প্রথমে উঠে আসছে গবেষকের গবেষণায়। তারপর একাধারে ৪-৫ দিন শুটিং করে প্রতিটি জেলা স্বাতন্ত্র্য সৌন্দর্য আর স্বকীয়তা ক্যামেরাবন্দী করে আনছেন আমার বাংলাদেশ টিম। এ প্রোগ্রামটির বাড়তি আকর্ষণ হচ্ছে যে জেলাকে নিয়ে যে পর্ব সে পর্বটির উপস্থাপক হিসেবে থাকছেন সে জেলারই এমন এক সন্তান যিনি জাতীয় পর্যায়ে বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত সেলিব্রেটিদের একজন। যেমন কুমিল্লা পর্বটি উপস্থাপনা করেছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আসিফ, চাঁদপুর পর্বের উপস্থাপক আরেক কণ্ঠশিল্পী জিনাত জাহান মুন্নি। বরিশাল পর্বটি উপস্থাপনা করবেন এ সময়ের আলোচিত মডেল ও টিভি উপস্থাপক শারমীন লাকী। এভাবে একে একে জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী, কবি-সাহিত্যিক, খেলোয়াড়গণও হাজির হবেন স্ব-স্ব জেলাকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে। প্রতি পর্বে প্রদত্ত তথ্যাবলী, উপস্থাপনার ধরন এবং নির্মাণ কৌশল দর্শকদের ভালো লাগবে বলে জানিয়েছেন অনুষ্ঠানের অপর পরিচালক রুহুল তাপস। স্বপ্নলোকের ব্যানারে নির্মিত এই অনুষ্ঠানটির প্রযোজক ‘যুবক ট্যুরিজম’। যুবকের চেয়ারম্যান হোসাইন আল মাসুম জনিয়েছেন, ‘নতুন প্রজন্মকে দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। সেজন্য আমাদের একটি কর্মসূচি আছে দেশের মানুষকে দেশ দেখানো। তারই অংশ হিসেবেই নির্মিত হচ্ছে জেলাভিত্তিক এই প্রামাণ্যচিত্র। যেভাবে এগুচ্ছে, আমরা যদি ৬৪টি জেলার সবকটি তুলে আনতে পারি তবে এটা হবে অঞ্চলভিত্তিক এক প্রামাণ্য দলিল। এটা একটি বড় কাজ হবে সন্দেহ নেই।’

কুমিল্লাকে উপস্থাপন করেছেন আসিফ ও চাঁদপুরকে জিনাত জাহান মুন্নি

মঈন শামীম